গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।

বিষয় ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরকারী সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত ৩০তম সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান ঃ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের সভা কক্ষ।
তারিখ ঃ ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
সভাপতি ঃ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

উপস্থিত সদস্য বৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংযুক্ত।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।তিনি উপস্থিত সদস্যদের সংগে কুশলাদী বিনিময় করেন। বিভাগীয় সম্পদ রক্ষায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমুহের বিষয়ে উপস্থিত সদস্য বৃন্দের সংগে মত বিনিময় করেন। এছাড়া মামলা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ হাজির থাকতে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। গত সভার কার্যবিবরণী সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী পাঠকরে শোনানো হয়। সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমুহের বর্তমান অবস্থা এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

ক্র.নং	আলোচ্যসূচী ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	**ক) হর্টিকালচার সেন্টার সোবহানবাগ, সাভার,এর সিভিল আপীল ১/১২ মামলা ঃ** এ মামলায় নিম্ন আদালতে সরকারের পক্ষে, আপীলে সরকারের বিপক্ষে ও সিআর-এ একই রায় বহাল থাকে। মামলাটি নিম্ন আদালতে প্রেরণের আদেশ হয়েছে। প্রতি পক্ষ আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দায়ের করেছে। যার নং সি আর পি ১৬/২০১৫। **খ) সিভিল রিভিশন ৩১৪/০৫ ঃ** হর্টিকালচার সেন্টার সোবহানবাগ সাভার এর ৩.৫১একর জমির মালিকানা নিয়ে এম.এ.সাত্তার ভুঁইয়ার সাথে মামলা। মামলাটি আউট অব লিষ্ট হয়েছে। পুনরায় মেনশন করে কজ লিষ্টে আনতে হবে। **গ) দুদক এর ১১/০৮ মামলা ঃ** সিডি না পাওয়ায় স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাচ্ছে না। পরবর্তী তারিখ ১৮/০৫/১৫খ্রিঃ। **ঘ) দেঃ মোঃ ১৭৩/০৯ ঃ** মামলাটিতে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন শুরু হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৪/৫/১৫খ্রিঃ। লীজ নবায়ন করে লীজমানি জমাদানের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে পত্র পাওয়া গেছে। দ্রুত লীজমানি পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। **ঙ) দেঃ মোঃ ৮০/১৪ ঃ** এ মামলায় ৩.৫১ একর জমি দাবী করে জনৈক সারোয়ার হোসেন গং চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করেছেন। সকল কাগজপত্র এজিপিকে দেওয়া হয়েছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২৩/৮/১৫খ্রিঃ।	ক) সিআরপি ১৬/২০১৫ মামলার খোঁজ রাখতে হবে। কজ লিষ্টে আসলে শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। খ) সিআর ৩১৪/০৫ মামলাটি মেনশন করে কজলিষ্টে আনার ব্যস্থা করতে হবে। গ) পিপির সাথে যোগাযোগ করে ১১/০৮ মামলায় সাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘ) দ্রুত লীজমানি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঙ) ৮০/১৪ মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপ-পরিচালক হর্টিকালচার সেন্টার সোবহানবাগ, সাভার, ঢাকা ও আইন অধিশাখা ডিএই।
২।	**ক) হর্টিকালচার সেন্টার রাজালাখ, সাভার, এর মামলা দেঃ মোঃ ১০৯৫/১২ ঃ** মামলাটি ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় বিচারাধিন আছে। প্রয়োজীয় কাগজ পত্র এজিপিকে দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত জবাব দাখিল হয় নাই। মামলার পরবর্তী তারিখ ৪/৬/২০১৫ খ্রিঃ। **খ) দেঃ মোঃ ৩৩৬/০৭ (বর্তমানে ১২৯/১৪) ঃ** সাভার কোর্টের ৩৩৬/০৭ মামলাটি খারিজ হওয়ার পর বাদী পক্ষ মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করে দোহার কোর্টে স্থানান্তরিত করেছে যার বর্তমান নং ১২৯/১৪। পরবর্তী তারিখ ২৪/৬/১৫খ্রিঃ। হর্টিকালচার সেন্টারের গেট নির্মান ও ১৩২০ ফুট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মানের কাজ বাকী রয়েছে। লীজ নবায়নের জন্য ৩৩,৭২,৬০০ টাকা প্রয়োজন, যার প্রস্তাব ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) এজিপির সাথে যোগাযোগ করে জরুরি ভিত্তিতে ১০৯৫/১২ মামলায় জবাব দাখিলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগের প্রস্তাব পাঠাতে হবে। খ) ১২৯/১৪ মামলার এজিপির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। গ) পুকুর পাড়ে কাঁটা তারের বেড়া দিতে হবে। ঘ) দ্রুত লীজমানি পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার ও আইন অধিশাখা ডিএই।

৩।	**ক) বগুড়া সদর কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত সিভিল আপীল মামলা ৮৮/১১ ও ৮৯/১১ঃ** বগুড়াস্থ সূত্রাপুর মৌজার ০৩টি দাগে ০.৬২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় এবং ১৯৬১সালে গেজেট প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১টি দাগে ৩৫ শতক জমিতে সদর উপজেলা কৃষি অফিস অবস্থিত। ক্রয় সূত্রে মালিকানা দাবীতে ডিএইকে বিবাদী করে জনৈক আলমগীর মামলা দায়ের করেন। অপর ০২টি দাগে ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কারণ দেখিয়ে ১৯৬৫ ও ১৯৭৮ সালে জনৈক ব্যক্তিবর্গ মোকদ্দমা করলে তাদের পক্ষে রায় ও ডিক্রী হয়। উক্ত সিভিল আপীল মামলা শুনানীর অপেক্ষায় আছে । মামলাটি অদ্যাবধি কজলিষ্টে আসে নাই। ১২১০ নং দাগের ০৫ শতকের জন্য ১৮৫/১৪ এবং ১২১৬ নং দাগের ৭.৮৭৫ শতকের জন্য ১৮৪/১৪ মামলা করা হয়েছে। ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালত বগুড়ায় চলমান ১৮৪/১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩১/৫/১৫ ও ১৮৫/১৪ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৮/৬/১৫। ইস্যু গঠনের জন্য আছে। দেঃ মোঃ ২৮/২০১০ এর রায় সরকারের বিপক্ষে হয়েছে। **খ) বগুড়া টুইন গোডাউনের মামলা ঃ** বগুড়া টুইন গোডাউনের বিষয়ে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত বগুড়ায় দেঃ মোঃ ৪০৬/১২ দায়ের করা হয়েছে। মামলায় জবাব দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২০/৭/১৫। **গ) শিবগঞ্জ উপজেলার জমি সংক্রান্ত দেঃ মোঃ ১৬৭/০৮ ঃ** শিবগঞ্জ উপজেলার বীজাগার/এসএএও কোয়ার্টার এর জমি দানকারী ০৮ শতক জমি দাবী করে ১৬৭/০৮ মামলা দায়ের করেন। সরকার পক্ষে রায় হয়। বাদী জজকোর্টে আপীল দায়ের করে। আপীল নং ১৫২/১৪। আপীল মামলার পরবর্তী তারিখ ...../১৫।	ক) বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেলের সাথে দেখা করে সিভিল আপীল মামলাটি কজলিষ্টে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) বগুড়া এডি অফিস এবং ডিএসসিও অফিসের জন্য টুইন গোডাউনের জায়গা ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। গ) ১৫২/১৪ মামলাটি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঘ) দেঃ মোঃ ২৮/২০১০ এর রায়ের প্রেক্ষিতে আপীল মামলা দায়ের করতে হবে। ঙ) সকল মামলা যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে হবে।	উপ-পরিচালক, বগুড়া, উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার বনানী, বগুড়া ও আইন অধিশাখা ডিএই।
৪।	**হর্টিকালচার সেন্টার বগুড়ার মামলা নং ৬৬/৯৯ ঃ** উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার বগুড়া জানান যে, কৃষি মন্ত্রালয়ের পক্ষে আপীল মামলা দায়ের করায় ৬৬/৯৯ মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। খারিজের বিরুদ্ধে এফএটি ১৬৩/১৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এফএ মামলার নম্বর কয়েক দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।	এফএটি ১৬৩/১৫ মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে। এফএ মামলার নম্বর জানাতে হবে।	
৫।	**নূরবাগ হর্টিকালচার সেন্টার, গাজীপুর সংক্রান্ত ঃ** ক) রীট পিটিশন নং ২৭৬৬/১৪ ঃ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার নূরবাগ হর্টিকালচার সেন্টারের ২৭.০১৬ একর জরির নামজারির পর জনৈক ব্যক্তি ২৭৬৬/১৪ নং রীট পিটিশন দায়ের করেন। রীট পিটিশন পূর্বের অবস্থায় আছে। খ) রানা আওয়ান ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত গাজীপুরে দেঃ মোঃ ২৭৩/১৪ দায়ের করেছেন। মামলা পরিচালনার জন্য বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মামলার জবাব দাখিল করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৬/৬/১৫ খ্রিঃ।	ক) রীট পিটিশন নং ২৭৬৬/১৪ মামলার ডিএজির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। কজলিষ্টে আসে কিনা তার খোঁজ রাখতে হবে। খ) আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রেখে ২৭৩/১৪ মামলাযথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার নূরবাগ, গাজীপুর ও আইন অধিশাখা ডিএই।
৬।	**গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের জমি সংক্রান্ত মামলাঃ** গাজীপুর জেলার পোড়াবাড়ি হর্টিকালচার সেন্টারের ৩.০০ একর জমি ২৩/৭৭-৭৮ এলএ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়। যার ডকুমেন্ট সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে। গাজীপুর জেলার ৬২/১৯৬৪ মামলার রায় জালিয়াতির মাধ্যমে হর্টিকালচার সেন্টারের ১.০১ একর জমি জনৈক এসএম হাফিজ উল্যাহ নামজারি করে নিয়েছেন। বন বিভাগের ফরেষ্টার উক্ত জমিসহ ৩৯.৪০ একর জমির নামজারি ও জমাখারিজ বাতিলের জন্য এসি ল্যান্ড, গাজীপুর সদর অফিসে ১০৩/১৩ নং মিস কেস দায়ের করেছেন। হর্টিকালচার সেন্টার পক্ষভুক্ত হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ০১/৬/১৫খ্রিঃ। বন বিভাগ উক্ত জমির স্বত্ব ঘোষণার জন্য দেঃ মোঃ ২২১/১৪ দায়ের করেছে। হর্টিকালচার সেন্টার পক্ষভুক্ত হয়েছে। পরবর্তী শুনানীর তারিখ ১৫/৬/১৫খ্রিঃ। এডিসি (রাজস্ব) এর আদালতে ১১৯/১৪ নং নতুন ১টি মামলা দায়ের হয়েছে। মামলাটিতে ডিএই পক্ষভুক্ত হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ৮/৭/১৫ খ্রিঃ।	ক) ১০৩/১৩ মামলার পরবর্তী শুনানীর তারিখে উপস্থিত থেকে মোকাবেলা করতে হবে। খ) ২২১/১৪ মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। গ) নতুন মামলা ১১৯/১৪ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।	উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার নূরবাগ, গাজীপুর ও আইন অধিশাখা ডিএই।

৭।	**যাত্রাবাড়ি প্লান্ট প্রোটেকশন গোডাউনের জমি সংক্রান্ত মামলা ১৮৮/১১ ঃ** এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর মাধ্যমে অধিগ্রহনকৃত ১.৪৪ একর জমি অধিগ্রহণের পর হতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ডিএই এর পিপি গোডাউন/বীজাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো । মামলা পরিচালনার জন্য প্রাইভেট আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ২৮/৭/১৫ সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য। সিটি জরীপ সংশোধনের মামলা ৫৯১/১৩ এর পরবর্তী তারিখ ১০/৬/১৫খ্রিঃ। মালিকানার দাবীতে খোরশেদ আলম ৪৬৬/১৩ নং মামলা দায়ের করেছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ২৬/৭/১৫। মালিকানা সম্বলিত সাইনবোর্ড পুনঃলিখন করা হয়েছে।এসি ল্যান্ড অফিসে ৭টি বোনাফাইড মিসটেক মামলা চলমান আছে। পরবর্তী তারিখ ১২/৬/১৫ খ্রিঃ।	ক) মামলা সমুহের ফলো আপ করতে হবে। খ) এলএ কেস ২৫/৫৭-৫৮ এর নথি তল্লাশি অব্যাহত রাখতে হবে।	এমএও, তেঁজগা, ও ডিডি ঢাকা ।
৮।	**ধোলাইপাড় হাই স্কুলের সাথে ধোলাইপার বীজাগারের জমি নিয়ে মামলা টিএস ২২৭/১০ ঃ** ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি ০৮ শতক। জমির পার্শ্বে অবস্থিত ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয় দখলীয় স্বত্বে মালিকানা দাবী করে ২২৭/১০ মামলা দায়ের করে এবং পরে তা প্রত্যাহার করে। পরবর্তীতে ১৩৪৭/১২ মামলা দায়ের করে। এই মামলায় ডিএই পক্ষভুক্ত হয়েছে। এই মামলার পরবর্তী তারিখ ৫/৭/১৫খ্রিঃ। সিটি জরীপে বীজাগারের জমি অন্য দাগে রেকর্ড হওয়ায় সরকার পক্ষে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৮৪৩/১১ মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমামলার পরবর্তী তারিখ ০৯/৭/১৫ খ্রিঃ। মেট্রপলিটন কৃষি অফিসার জানান ধোলাইপাড় বীজাগারের জমি দখলে রাখার জন্য বীজাগারটি সংস্কারের কাজ চলছে।	ক) মামলা নং ১৩৪৭/১২ এবং ৮৪৩/১১ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে বীজাগারের কক্ষ উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গ) রেকর্ড তল্লাশির কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।	এমএও, তেঁজগা, ঢাকা ও উপ-পরিচালক, ডিএই, ঢাকা।
৯।	**ঢাকা জেলার ডেমরা থানার দেইল্লা ও কায়েতপাড়া মৌজার জমি, মামলা নং ৩৪২/১৪ ঃ** দেইল্লা মৌজার ২৫ শতক এবং কায়েতপাড়া মৌজার ২০ শতক জমির সীমানা নির্ধারণ এবং কিছু অংশে গাছ লাগানো হয়েছে বলে এমএও জানান। জমির তথ্য সংগ্রহ ও অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম চলমান। জনৈক সুমাইয়া রওশন আক্তার বাদী হয়ে ৪র্থ যুগ্ম জেলা জজ আদালত, ঢাকায় দেইল্লা মৌজার জমি নিয়ে ৩৪২/১৪ নং নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করেছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ৩০/৪/১৫খ্রিঃ। দেইল্লা মৌজার জমির সামনের দিকে ব্যক্তি মালিকানা জমি। তাই সামনের কিছু জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । জমিতে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে এবং রোপনকৃত গাছ নষ্ট করে ফেলছে।	ক) অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) রোপনকৃত গাছের পরিচর্যা করতে হবে এবং মরা গাছ প্রতিস্থাপন করতে হবে। গ) ৩৪২/১৪ নং মামলার জবাব দাখিল করে যথাযথ ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঘ) সরকারী কাজে বাধা দেওয়ায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে।	এমএও, তেঁজগা, ঢাকা ও উপ-পরিচালক, ডিএই, ঢাকা।
১০।	**মুন্সিগঞ্জের জমি নিয়ে দেঃ মোঃ ২২/০৭ ঃ** মুন্সিগঞ্জ শহরের বীজাগারের ০৮ শতক জমি নিয়ে মুন্সিগঞ্জ বার সমিতির সাথে মামলাটি ঢাকা জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর করা হয়েছে। মামলার বর্তমান নং ৬০৮/১৪ যা ২য় যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন আছে। ২৭/৫/১৫খ্রিঃ তারিখে মামলাটি স্বাক্ষীর জন্য আছে।	ক) পরবর্তী তারিখে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) এলএ কেসের গেজেট সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	ইউএও, সদর, মুন্সিগঞ্জ।
১১।	**আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার সংক্রান্তঃ** ১৯৫২ সাল থেকে এই জমি ডিএই এর দখলে। সিএস এবং এসএ রেকর্ডীয় মালিক ঢাকা সিটি করপোরেশন। আর এস রেকর্ড গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের নামে। এ জমি কৃষি বিভাগ ব্যবহারের জন্য পূর্বের সিদ্ধান্ত ছিল। ফলবিথীর মার্তৃ বাগানের গেট নির্মানে পিডি আইকিউএইচডিপিকে অনুরোধ জানানো হয়। এ জমির খাজনা প্রদানের ডিসিআর দাখিল কারা হয়েছে। আন্ত মন্ত্রনালয় বৈঠক করে ডিও লেটার প্রস্তুত করে তা প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়।	ক) গেট নির্মানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খ) ডিও লেটার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গ) ফলবিথির মাতৃবাগানের জমি কার নামে সিটি জরিপ রেকর্ড হয়েছে তা খুঁজে বেরকরে জানাতে হবে।	উদ্যানতত্ত্ববিদ আসাদগেট হর্টিকালচার সেন্টার, ঢাকা ও পিডি, আইকিউএইচ ডিপি
১২।	**মোহাম্মদপুর মেট্রপলিটন কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্ত মামলা ঃ** মোহাম্মদপুর মেট্রঃ কৃষি অফিসের সরাই জাফরাবাদ মৌজাস্থ ৮ শতক জমি সিটি জরিপে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড হওয়ায় সরকার পক্ষে ঘোষণামূলক ডিক্রীর জন্য ৬২৪/১২ মামলা দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৯/৫/১৫খ্রিঃ ইস্যুর জন্য । বিবাদী পক্ষে দায়ের করা উচ্ছেদ মামলা ১৫২/০৯ খারিজ হয়েছে। সরকার পক্ষে নামজারির জন্য মিস কেস ১৫৬/১৩ কোর্টের আদেশে স্থগিত হওয়ায় বিবাদী পক্ষ দেঃ মোঃ ৮৭৮/১৩ মামলা করে। পরবর্তী তারিখ ১৪/৬/১৫ খ্রিঃ। গেজেট তলব হয়েছে।	ক) জিপির সাথে যোগাযোগ রেখে মামলাসমুহ পরিচালনা করতে হবে। খ) চলতি অর্থ বছরের নির্মান কাজের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গেজেটের কপি দিতে হবে। গ) অফিস সংস্কারের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	এমএও মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

	নিষেধাজ্ঞা শুনানীর ও ইস্যু গঠনের জন্য আছে।		
১৩।	**ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ গাইবান্ধা এর পাট সম্প্রসারণ এরজমি সংক্রান্ত ঃ** গাইবান্ধা জেলার পাট সম্প্রসারণের ৪৯.২৩ একর জমির মধ্যে ২৬.০৪ একর জমি ডিএই'র নামে রেকর্ড হয়েছে । এর মধ্যে ২৫.১৮ একর জমির নামজারি হয়েছে। অবশিষ্ট ০.৯২ একর জমিতে ব্যক্তির নামে নামজারি রয়েছে। এবিষয়ে এসি ল্যান্ড অফিসে মামলা আছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৯/৪/১৫খ্রিঃ। ৩১ ধারায় দায়ের করা মামলার শুনানী এখনও হয় নাই। নামজারি হওয়া জমির দখল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকে পত্র দেওয়া হয়েছে।	ক) এসিল্যান্ড অফিসে চলমান মিস কেস যথাযথ ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। খ) রংপুর জেড এসও অফিসে যোগাযোগ করে ৩১ ধারা মামলাসমুহ শুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে। গ) নামজারি হওয়া জমির সীমানা নির্ধারণ করে দখলে আনার জন্য জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে এসি ল্যান্ড কে নির্দেশনা দেওয়াতে হবে। ঘ) নামজারি হওয়া জমির ভূমিউন্নয়ন কর পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। সাইনবোর্ড দিতে হবে।	ইউএও, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ও উপ-পরিচালক, গাইবান্ধা, ডিএই। (অনুপস্থিত)
১৪।	**বাঘমারা, ময়মনসিংহ, ডিএই এর মূল্যবান জমি সংক্রান্ত ঃ** ময়মনংিহ শহরের টাউন মৌজার সিএস ২৩৮১ ও ২৩৮৪ দাগের ১.৪৪ একর জমির মধ্যে ০.৫২ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। ০.৫২ একর জমির মধ্যে ০.৩৫ একর জমি ব্যক্তির নামে এবং ০.১৭ একর জমি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ড হয়েছে। ০.৯২ একর জমির বিএস রেকর্ড ডিএই এর নামে হয়েছে। সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে ৩৬/১৪ মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটির পরবর্তী তারিখ ২২/৬/১৫খ্রিঃ । খালি জায়গায় গাছ লাগানো হয়েছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যন্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে দুইটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। গেজেটের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। সিএস রেকর্ড পাওয়া যায়নাই। এসএ রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে। রেকর্ড অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।	ক) মামলাটি যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) খালি জায়গায় লাগানো গাছের পরিচর্যা করতে হবে। গ) রেকর্ড সংশোধনের জন্য দুইটি নতুন মামলা দ্রুত দায়ের করতে হবে।	উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, ময়মনসিংহ/ উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ।
১৫।	**ডিএই, দাউদকান্দি কুমিল্লা এর জমি সংক্রান্তঃ** কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ৩০শতক জমি আছে। এর মধ্যে ২৫ শতক জমি উদ্ধারের জন্য সিআর ৪১০০/০৫ মামলা হয়েছে। রায়ের কপি এখনও পাওয়া যায় নাই। মামলার ডিএজি জনাব হারুনার রশিদ। ডিসি'র মাধ্যমে ৫ শতক জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। গৌরিপুর বীজাগারের জমি উদ্ধারসহ পাট সম্প্রসারণের জমির নামজারি করা প্রয়োজন। জেডএসও কর্তৃক ১৩/৪/১৫ তারিখে তদন্ত হয়েছে।	ক) রায়ের কপি সংগ্রহ করতে হবে। খ) জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে অবৈধ জমি উদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবেএবং তার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। গ) পাট সম্প্রসারণের জমির নামজারি করতে হবে। ঘ) বোনাফাইড মিসটেক এর মাধ্যমে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ইউএও, দাউদকান্দী, কুমিল্লা ও উপ-পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা।
১৬।	**জীবন নগর চুয়াডাঙ্গা, ডিএই এর জমি সংক্রান্ত ঃ** চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলার ১৮ শতক বেদখলীয় জমি নিয়ে সহকারী জেলা জজ আদালতে বন্টননামা মামলা ১০১/১৩ দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ..... খ্রিঃ। ২ জন বিবাদীর মৃত্যু হওয়ায় ওয়ারিশান সনদ দাখিল করা প্রয়োজন। মসজিদ কমিটি রেজুলেশনের মাধ্যমে জমিটি দিয়েছিল। রেজুলেশনের কপি পাওয়া যাচ্ছে না।	ক) মামলাটি যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) ওয়ারিশান সনদ সংগ্রহ করে আদালতে দাখিল করতে হবে। গ) সাইনবোর্ড লাগাতে হবে। খালি জায়গায় গাছ লাগাতে হবে। ঘ) পাট সম্প্রসারণের জমির মিউটেশন করতে হবে।	ইউএও জীবন নগর, চুয়াডাঙ্গা। (অনুপস্থিত)
১৭।	**এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী এর জমি সংক্রান্তঃ** এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীর ৫১.১৯ একর জমির হাল রেকর্ড জেলা প্রশাসকের নামে হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, ৫১.৪৮ একর জমির দখল এটিআই এর আছে। পৌরসভার নামে ০.৫০একর জমির লীজ বাতিল করে এটিআইকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ ভূমি মন্ত্রনালয়ে পাঠাতে হবে।জনৈক মাজহারুল হক খান গং টিএস ৯৩/২০১৪ নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করেছে। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ .....খ্রিঃ।	ক) রেকর্ড সংশোধনে আপীল দায়েরে ব্যবস্থা করতে হবে। ৪২/ক ধারায় আপীল কার্যকর করতে হবে। খ) এটিআই এর অনুকূলে ৫০ শতক জমির লীজ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গ) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। (অনুপস্থিত)
১৮।	**নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসের জমি সংক্রান্তঃ** বেগমগঞ্জউজেলার ৮৩ শতক জমির গেজেট পাওয়া গেছে। ডিএই'র নামে রেকর্ড সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে। নামজারির জন্য আইন অধিশাখার সহায়তার প্রয়োজন। নতুন মামলা হয়নি। ৩ শতক জমি সরকারী অফিসের মধ্যে আছে দাবী করে তারা মঞ্জিল ভবনের মালিক রীট	ক) জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা করে রেকর্ড সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) সীমানা প্রাচীর নির্মানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। গ) রীট মামলার পক্ষভুক্ত হতে হবে।	ইউএও, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ও উপ-পরিচালক,

	পিটিশন নং ৫৫০৮/২০১৪ দায়ের করেছে। মামলায় ডিসি'কে বিবাদী করা হয়েছে, কৃষি বিভাগকে বিবাদী করা হয় নাই। এসিল্যান্ড ছুটিতে আছে। যোগদান করলে তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।		ডিএই, নোয়াখালী।
১৯।	**উপ-পরিচালকের কার্যালয় খুলনা এর জমি সংক্রান্ত ঃ** খুলনা জেলার উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের জমি মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত। জমির কাগজপত্রের মধ্যে শুধু সিএস ও আর এস পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রয়োজন। ৩১ ধারায় মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর নামে রেকর্ড বাতিল করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর নামে রেকর্ড ভূক্তির জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতে হবে।	জমির প্রাপ্যতা কিভাবে তা বিস্তারিত জানাতে হবে। ডিসি অফিসে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। রেকর্ডপত্র অনুসন্ধান অব্যাহত রখতে হবে। জেলা ভূমিউন্নয়ন/ বরাদ্দ ও সমন্বয় সভায় বিষয়টি উত্থাপন করতে হবে। আন্তঃমন্ত্রনালয় সভা করে বিষয়টি সমাধানের জন্য কৃষি মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ করতে হবে।	উপ-পরিচালক, ডিএই, খুলনা ও আইন অধিশাখা
২০।	**উপ-পরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** ফরিদপুর সদরের ১০ শতক জমি নিয়ে সিআর ৩২১৪/০৮ মামলায় সরকার বিপক্ষে রায় ঘোষিত হয়। বেসরকারী উকিল নিয়োগ করে সিপিএলএ ১৩৬৮/১৪ দায়ের করা হয়েছে। শুনানী পর্যায়ে রয়েছে। পেপার বুক দেওয়া হয়েছে। নতুন মামলা ১১/১৫ দায়ের হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৬/০৬/২০১৫ খ্রিঃ।	সিপিএলএ ১৩৬৮/১৪ বিষয়ে নিয়োগকৃত এওআর এর সংগে যোগাযোগ রাখতে হবে।	ইউএও, সদর , ফরিদপুর ও উপ-পরিচালক, ডিএই, ফরিদপুর
২১।	**উপজেলা কৃষি অফিস, সদর, লক্ষীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** লক্ষীপুর সদর উপজেলার বাঞ্চানগর, এসএএও কোয়ার্টারেরর এক অংশ ব্যবসায়ী সমিতিরি দখল মুক্ত করার জন্য জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুরের সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হয়েছে। দখলের বিষয়ে থানায় ও আদালতে মামলা করা হয়েছে। টিএস মামলা নং ৯৪/১৩। শুনানীর তারিখ ১৫/৬/২০১৫ খ্রিঃ। ফৌজদারী মামলা নং -১২৫/২০১৩ এর সরকার বিপক্ষে রায় হয়। ফৌঃ আঃ মোঃ ৮/২০১৫ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী শুনানী তারিখ-৫/৭/২০১৫ খ্রিঃ ।	ক) মামলা যাথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) জেলা প্রশাসকের সহায়তায় বেদখলকৃত কক্ষ উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে।	ইউএও, সদর লক্ষীপুর ও উপ-পরিচালক, ডিএই, লক্ষীপুর (অনুপস্থিত)
২২।	**কমলনগর লক্ষীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** উপজেলার চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার সংস্কারের অভাবে ব্যবহার অযোগ্য থাকায় সমস্যা হচ্ছে। অন্য মামলা নং-৮/১৪, পরবর্তী তারিখ .....খ্রিঃ।	ক) কমলনগরের চরকাদিরা ইউনিয়নের বীজাগার রেকর্ড সংশোধন ও সীমানা নির্ধারন করতে হবে। খ) বীজাগার সংস্কারের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে। গত ১৬/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ ঘেষিত রায়ের কপি উত্তোলন করে পাঠাতে হবে।	ইউএও, কমলনগর লক্ষীপুর ও উপপরিচালক, লক্ষীপুর (অনুপস্থিত)
২৩।	**হর্টিকালচার সেন্টার , টাঙ্গাইল, ধনবাড়ি এর জমি ঃ** টাঙ্গাইল, ধনবাড়ি, হর্টিকালচার সেন্টারের ৪.৭৯ একর জমির স্থলে দখলে আছে ৫.১৩ একর। ১.২০ একর অন্য দাগের জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও পাশ্ববর্তী কলেজের সংগে জমির বিরোধ নিস্পত্তি প্রয়োজন বলে জানা যায়। রেকর্ড সংশোধনের জন্য ৩১ ধারায় করা মামার রায়ে ১.২০ একর এর মধ্যে ০.২৫ একর ডিএই এর নামে হয়েছে। ঘোষিত রায় তুলতে হবে। জমির বিরোধ নিস্পাত্তি হয়নি। তাই অবকাঠামো উন্নয়ন বন্ধ আছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল জানান কলেজের সংঙ্গে বিরোধ নিস্পত্তির চেষ্টা চলছে।	ক) ১.২০ একর জমির অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে হবে। জিপির সাথে আলোচনা করে মামলা দায়ের করতে হবে। খ) মামলার ফলোআপ করতে হবে। মামলার বিস্তারি জানাতে হবে।	ওভারশীয়ার হর্টিকালচার সেন্টার ধনবাড়ী, টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাংগাইল
২৪।	**উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল এর জমিঃ** বাসাইল উপজেলার পাটাখাগুরী মৌজার ১০ শতক জায়গার বাটোয়ারা মামলা ২২/০৯ এর পরবর্তী তারিখ ২২/৪/১৫ খ্রিঃ। রেকর্ড সংশোধনের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ০৬/১৩ মামলা করা হয়েছে। গত ০৩/০৩/১৫ তারিখে রিভিউ আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। পরবর্তী তারিখ ০৪/০৯/২০১৫ । ৭ টি উপজেলার এল ও কেসের নম্বর সংগ্রহ হয়েছে। মধূপুর, সখিপুর, গোপালপুর ও ধনবাড়ি সীডষ্টোরের জমি বেদখল হওয়া বিষয়ে আলোচনা হয়। মধূপুর উপজেলার নামজারীকৃত ৩৩ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক বেদখল হয়েছে।রেকর্ডপত্র ও নামজারীর কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল জানান যে, এয়ার স্ট্রীপের জায়গা দখলে এসেছে এবং আংশিক বউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ হয়েছে।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে ও অগ্রগতি জানাতে হবে। খ) সরকারী জায়গায় সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে জরুরী ভিত্তিতে ও ফলোআপ করতে হবে। গ) জেলা প্রশাসকের সহায়তায় জমির রেকর্ড সংশোধন ও নামজারীর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঘ) পৌরসভা কর্তৃক বেদখলীয় জমির তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।	ইউএও, বাসাইল, টাংগাইল ও উপ-পরিচালক, ডিএই, টাঙ্গাইল।
২৫।	**গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার জমি সংক্রান্তঃ** কালিয়াকৈর	ক) মমলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে	ইউএও,

	উপজেলার জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে ১৫৮/০৯ মামলা আছে। এ মামলার পরবর্তী তারিখ ১৩/০৭/২০১৫ খ্রিঃ । ৫ শতাংশ ভূমি বেদখল আছে । সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেদখল মর্মে থানায় জিডি করেছেন। উচ্ছেদ মামলা ১১১/১৪ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারখ ২৬/০৫/২০১৫ খ্রিঃ বিবাদীকে নোটিশ দেওয়ার জন্য।	হবে।	কালিয়াকৈর গাজীপুর
২৬।	**গাজীপুর সদর উপজেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** গাজীপুর সদর উপজেলার সালনায় আর এস খতিয়ান অনুযায়ী কৃষি বিভাগের সীড ষ্টোর ছিল। বর্তমানে সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। জমিটি জেলা প্রশাসকের নামে রেকর্ডভূক্ত। বোর্ড বাজারের গাছায় প্রধান সড়কের সাথে ১০ শতাংশ ভূমি রয়েছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ তাদের স্থপনা নির্মান করেছে। চান্দনা চৌরাস্তার ডিএই এর ১০ শতাংশ জায়গায় সীডষ্টোরে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ২টি পরিবার বসবাস করছে জানা যায়। এ সকল জমির কোন রেকর্ডপত্র পাওয়া যায় নাই। সিএস ও আর এস পরচা সংগ্রহ হয়েছে। সালনা ও গাছার কাগজপত্র অনুসন্ধান চলছে। মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।	ক) চান্দনা এর জমির গেজেট বিজি প্রেস/ বার লাইব্রেরী হতে সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা ও জমি জরুরী ভিত্তিতে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। খ) বাসন ইউনিয়নের ইসলামপুর মৌজার ১০ শতক জমির দখল উচ্ছেদের মামলা করতে হবে। ডিডি গাজীপুর ব্যবস্থ্ নিবেন। গ) রেকর্ড অফিসে খোঁজ নিতে হবে, এসি ল্যন্ড অফিসে যেতে হবে। দ্রুত মামলা দায়ের করতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, সদর, গাজীপুর, ডিডি, ডিএই, গাজীপুর
২৭।	**কাপাসিয়া, গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত ঃ** **ক)** চাঁদপুর ইউনিয়নের জমিঃ এসএএও কোয়র্টারের জমি ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক বেদখলের বিষয়ে ১৬/১৪ নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করা হয়। মামলার পরবর্তী তারিখ ১৬/০৬/২০১৫ খ্রিঃ। চেয়ারম্যান আপাদত কাজ বন্ধ রেখেছেন। খ) কাপাসিয়া ইউনিয়নের বানার হাওলা মৌজার জমি ঃ এলএ কেসের মাধ্যমে প্রাপ্ত পিপি গুদামের ১৭ শতক জমি ডিএই'র দখলে ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করা আছে। জনৈক শামসুন্নাহার গং জমির মালিকানা দাবী করে গাজীপুর আদালতে ৩৮৮/২০১১ মামলা করে । এ মামলার পরবর্তী তারিখ ২৮/০৫/১৫খ্রিঃ।	ক) মামলা যথাযথভাবে পরিচালনায় করতে হবে। খ) জরুরী ভিত্তিতে জমির কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে ।	ইউএও, কাপাসিয়া, গাজীপুর
২৮।	**চট্টগ্রাম জেলার জমি সংক্রান্ত ঃ** চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব নাসিরাবাদ মৌজার ৭.০৪ একর জমির এসএ এবং বিএস রেকর্ড ডিএইর নামে আছে। কিন্তু জমি বেদখলে আছে। কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। জামিল উদ্দিন গং নামে ৬.৫৪ একর জমির নামজারী হয়েছে যা বাতিলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।	ক) জমির সংগৃহীত কাগজ আরও যাচাই করে নামজারী বাতিলের জন্য এসি ল্যান্ড অফিসে মিস কেস দায়ের করতে হবে।	উপ-পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম
২৯।	**বাঁশখালী, চট্রগ্রাম এর জমি ঃ** উঃ জলদি মৌজার ইউনিয়ন বীজাগারের ১২ শতক জমির বিষয়ে যুগ্ম জেলা জজ সাতকানিয়ায় দায়েরকৃত মামলা নং ২২৪/১৩ এর নতুন নং ০৪/২০১৫। জবাবের তারিখ ১৯/০৫/২০১৫ খ্রিঃ। মামলাটি সাতকানিয়া আদালত হতে বাশঁখালী যুগ্ম জেলা জজ আদালতে স্থানান্তর হয়েছে। ১২ শতক এর মধ্যে ৫.৫ শতক দখল আছে। মামলাটিতে সরকার পক্ষের আইনজীবী ঠিকমত সহযোগীতা করছে না। বেসরকারী আইনজীবী এ্যাডভান্স পজেশনের মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিয়েছেন। বাকীটা উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।	ক) সুবিধাজনক মনে হলে বাঁশখালীর মামলা টি সাতকানিযা অথবা চট্রগ্রাম জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরের আবেদন করা যেতে পারে। খ) মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নিয়ে এ্যাডভান্স পজেশনের মামলা দায়ের করতে হবে।	ইউএও, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম ।
৩০।	**রাউজান, চট্রগ্রাম এর জমি ঃ** রাউজান এ পিপি উইং এর ৩০ শতক জায়গা আছে। এ বিষয়ে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। রাউজান এর মামলায় সরকার পক্ষে রায় হয়। রায়ের বিরুদ্ধে বাদী এফএ ২১৫/১২ দায়ের করেন।	ক) দ্রুত এফএ ২১৫/১২ জবাব আদালতে দাখিল করতে হবে। খ) ডকুমেন্ট খুঁজা অব্যাহত রাখতে হবে।	ইউএও, রাউজান, চট্টগ্রাম ।
৩১।	**এটিআই, খাদিম নগর, সিলেট এর জমি ঃ** ৩.১৫ একর জমি কৃষি বিভাগের নাম এসএ খতিয়ানের মাধ্যমে অধিগ্রহণ হয়। ১২২/১৩ মামলা আছে। দুই একর জমি হাসপাতালের জন্য অধিগ্রহণ হয়েছে। অথচ এটিআই, খাদিমনগরকে পক্ষভূক্ত করা হয় নাই। মামলার পরবর্তী তারিখ-১৯/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শুনানী জন্য । সিআর-৪১৮৫/০৫, টিএস-৩/১২ তারিখ-২৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ টিএস ১২২/১৩, ৩০ ধারা চলছে। টিএস-১৮২/১২, ২৪/০৫/২০১৫ টিএস ২৩/০৫, ৩০/০৪/২০১৫ টিএস-৪/১৩, টিএস- ৭/০৭, টিএস-১৯/০৭, ২০/০৭, ২২/০৭, ২৪/০৭।	১২২/১৩ মামলার প্রয়োজন হলে এটিআই পক্ষভুক্ত হয়ে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির চেষ্ট করতে হবে। সকল মামলার খোঁজখবর রাখতে হবে। অন্যান্য মামলা স্থানীয়ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। টিএস ৪/১৩ এর কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে। ২২/০৭ এর প্রেক্ষিতে আপিল মামলার নং জানাতে হবে এবং মামলাটি যথাযথ ভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ১৯/০৭ ও ২০/০৭ মামলার রায়ের	উপ-পরিচালক, ডিএই, সিলেট ও অধ্যক্ষ, এটিআই , খাদিমনগর, সিলেট

	২২/০৭ মামলা টি খারিজ হয়েছে।	কপি প্রেরণ করতে হবে।	
৩২।	**এটিআই, শেরপুর এর জমি ঃ** এটিআই এর মোট জমি ৪২.১৯ একর। এর মধ্যে ২৮.৫১ একর এর গেজেট পাওয়া গিয়েছে। বাকী ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশিত হয় নাই। ৭৩.৫ শতক জমি নিয়ে ২টি মামলা চলমান। ১৭ শতাংশ জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালে ৪১১/১২ মামলাটি সীফ্ট হয়েছে।এখনও তারিখ হয় নাই। ৫৬.৫ শতক জমি নিয়ে জেলা জজ আদালতে ৩০৪/০৭ নং বাটোয়ারা মামলা চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ ০৭/৬/১৫খ্রিঃ।	ক) মামলার যাথাযথ তদারকি করতে হবে। খ) ১৩.৬৮ একর জমির গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে উপ-সচিব আইন ও ভূমি মন্ত্রনালয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অধ্যক্ষ, এটিআই, শেরপুর
৩৩।	**চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা এর জমিঃ** সরকারের জমি জনৈক ব্যক্তি দখল করে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় করেছে। প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বলা হয়। সহকারী জজ আদালতে টিএস-২৪৮/১৩ মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ১৮/৬/১৫খ্রিঃ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিসকেস করতে পরামর্শ দেয়। মিউটেশনের জন্য সহকারী জজ আদালতে টিএস-১০৭/১৩ দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ .....খ্রিঃ।	ক) মামলা সমুহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে।	ইউএও, সদর, চুয়াডাঙ্গা। (অনুপস্থিত)
৩৪।	**উপ-পরিচালক, ডিএই, পঞ্চগড় এর জমি সংক্রান্ত ঃ** উপ পরিচালক, ডিএই, পঞ্চগড় অফিসের সামনে কিছু অবৈধ দোকান আছে। জমির কাগজ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সরকারী ভাবে মামলার জবাব দাখিল হয়েছে। যাহার নং দেঃ মোঃ ৫৮/২০১৩। পরবর্তী ধার্য তারিখ - ..... । আরএস ৫৬৭ ও ৫৬৯ নং দাগে ২০.১৯ একর জায়গার অবৈধ দোকান পাট আছে । মোট ২০.১৯ একর জায়গার বাদীর সাথে হিসাবের কোন মিল নাই।	ক) এলএ কেসের কাগজ ও গেজেট সহ জমির তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে। মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত অগ্রগতি জানাতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সভায় আসতে হয়। খ) বিজ্ঞ জিপির মাধ্যমে মামলা খারিজের আবেদন করতে হবে।	উপ-পরিচালক, ডিএই, পঞ্চগড়। (অনুপস্থিত)
৩৫।	**অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি এর জমিঃ** অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটির আসাম বস্তীস্থ মাশরুম সেন্টারর জমিতে অবৈধ দখলদার বিষয়ে আলোচনা হয়। মাশরুম সেন্টারে লোকবল না থাকায় জেলা প্রশাসক খালি কক্ষ ও জায়গা কলেজ কর্তৃপক্ষকে ছেড়ে দিতে বলেন। মোট জমির পরিমাণ ১৩.৬২ একর। এর মধ্যে ৩.৬৭ একর জায়গা বেদখলে আছে, যেখানে অবৈধ স্থাপনা আছে। এখানে ৫ টিমামলা চলমান আছে। জমির নামজারি করার জন্য এসিল্যান্ড বরাবর আবেদন করা হয়েছে। কাগজপত্র জমাদিতে বলেছেন।	ক) অবৈধ দখলদার বিষয়ে নিস্পত্তির অগ্রগতি জানাতে হবে। লোকবল দিতে এডি রাঙ্গামাটির প্রকল্প পরিচালক এডি, ডিএইকে সরাসরি পত্র দিতে হবে জরুরী ভিত্তিতে। খ) ৫টি মামলার বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে হবে এবং যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। গ) নামজারি করে অত্র দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, রাঙ্গামাটি, (অনুপস্থিত)
৩৬।	**হর্টিকলচার সেন্টার, নোয়াখালী এর জমি ঃ** ১৯৬৯ সনে কোলানাইজেশন অফিসার কর্তৃক ১৫.৬৬ একর এবং এল এ নথি ১২/৯২-৯৩ ও ২৭/৯৭-৯৮ মূলে যথাক্রমে ৩.২৬ একর ও ১.৯১ একর সাকুল্যে ২০.৮৩ একর জমির মধ্যে ১৮.৪৬ একর হাল রেকর্ড হয় বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ নামে। তবে দখলে ডিএই রয়েছে। ৩১ ধারা রায়ের বিরুদ্ধে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর রিভিউ আবেদন করা হয়েছে।	ক) মামলা যথাযথ ভাবে তদারকি করতে হবে। অগ্রগতি জানানো হবে। খ) আইন অধিশাখার সহযোগিতা নিতে হবে।	উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, পাঁচগাছিয়া, ফেনী
৩৭।	**কাটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ জেলার জমিঃ** কটিয়াদি উপজেলার বীজাগার বিষয়ে আলোচনা হয়। মামলার রায়ের কপি সংগ্রহ করা হয়েছে। এডিএম কোর্টে ৪১২/১৪ মামলা চলমান। মামলার পরবর্তী তারিখ .....খ্রিঃ।এফএ ১৩৬/০৮ মামলার ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ দায়ের সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রনালয়ের ১৪/১০/১৪ তারিখের ৫৮৬ নং পত্রটির বিষয়ে মতামতের জন্য ফাইল সলিসিটর উইং থেকে এটোর্নী জেনারেল এর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এখনও মতামত পাওয়া যায়নাই। ১০টি বীজাগার , ৮টি পাট সম্প্রসারণের জমি মধ্যে ৭টি ডিএই'র নামে হয়েছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য লান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইব্যুনালে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বেসরকারী আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।	ক) এটোর্নী জেনালের সাথে দেখা করে মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। খ) ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনালের মামলাসমুহ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। গ) জমির রেকর্ড খুঁজে বের করতে হবে।	ইউএও কাটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ (অনুপস্থিত)
৩৮।	**সোনাগাজী, ফেনী ডিএই এর জমিঃ** চরচান্দিয়া ইউনিয়নের এসএএও অফিস কাম বাসভবনের বিষয়ে ৩১ ধারায় স্থানীয় চেয়ারম্যান বাদী হয়ে সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসে ১৭৯৫৫/১৪ নং মামলা দায়ের করেছেন। গত ০৯/০৫/১৪ তারিখে রায় হয়। রায়ের কপি পাওয়া গিয়েছে। দাগনভূইয়া-১০ শতক জমি কৃষি বিভাগের উপসহকারী কোয়ার্টার আছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করা প্রয়োজন।	ক) ৩নং মঙ্গলকান্দি ইউনিয়নের জমি ডিসির নামে, তা ডিএই এর নামে রেকর্ড করতে হবে। খ) দাগনভূইয়া উপজেলার সরকারী জমির রেকর্ডপত্র পাঠাতে। গ) রেকর্ডপত্র খোঁজা অব্যাহত রাখতে হবে।	ইউএও সোনাগাজী, ফেনী ও উপপরিচালক, ডিএই, ফেনী
৩৯।	**গোদাগাড়ী, রাজশাহী এর জমি ঃ** রিশিকুল ইউপি সংলগ্ন ৮.০৩ শতক জমি	ক) মামলা সমূহের বিষয়ে জিপিকে সহায়তা এবং	ইউএও,

	নিয়ে রেকর্ড সংশোধনে টিএ ৭৫/১৪ মামলা এবং মান্দৈল মৌজায় ১০ শতক জমি নিয়ে দলিল বাতিলে টিএস ১৫৭/১৪ মামলা জেলা জজ আদালতে চলামান। দেঃ আঃ ৭৫/১৪ এর পরবর্তী ধার্য তারিখ ..... খ্রিঃ। টিএস-৯৫/১৩ মামলাটি পরবর্তীতে ১৫৭/১৪ হয়েছে। পরবর্তী তাং ২০/৫/২০১৫। ১২ শতাংশ জমি উদ্ধার হয়।	তদারকী করতে হবে। খ) উদ্ধারকৃত জমির কাগজপত্র পাঠাতে হবে।	গোদাগাড়ী, রাজশাহী, (অনুপস্থীত)
৪০।	**এটিআই গাজীপুর এর জমির বিষয়ে জেলা জজ আদালত গাজীপুর দায়েরকৃত রিভিশন মামলাঃ** আপীল মামলা নং ১/০৯ এর মূলনথি তলব করা হয়েছে। পরবর্তী তারিখ ২১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ। বন্টননামা মামলা নং -১৬/১২ এর পরবর্তী তারিখ ৩০/৭/২০১৫ খ্রিঃ স্বাক্ষীর জন্য । নতুন মামলা টিএস-২৪৯/০৯ যুগ্ম জেলা আদালতে বিচারাধীন। পরবর্তী তারিখঃ ১৩/০৫/২০১৫ খ্রিঃ। মিস কেস -৯৬৮/২০১৩, ১৬/০৯/২০১৩ খ্রিঃ দখলের জন্য দায়ের হয়।	ক) মামলা সমূহ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে হবে। খ) বিজ্ঞ আদালতের নামসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে।	অধ্যক্ষ এটিআই, গাজীপুর
৪১।	**হর্টিকালচার সেন্টার গুলশান, ঢাকাঃ** সেন্টারের ২.০ একর জমির লীজ বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিসেম্বর/১১ পর্যন্ত লিজমানি দেয়া হয়। শর্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা হয়। গত ০৬/০১/২০১৫ খ্রিঃ উপ সচিব (আইন) রাজউক বরাবর পত্র দেন।	ক) লীজ নবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরিচালক হর্টিকালচার উইং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিবেন।	উদ্যানতত্ত্ববিদ হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা। অনুপস্থিত
৪২।	**হালনাগাদ জমির প্রতিবেদনঃ** অঞ্চল ভিত্তিক ২০১৩ সনের জমির প্রতিবেদনে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন পূর্বক হালনাগাদ জমির প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়ে আলোচনা হয়।	প্রতিটি অঞ্চল হতে হালনগাদ প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে হার্ডকপি ও সফট কপি সূতনীএমজে ফন্টে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়।	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই (সকল অঞ্চল)

অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আব্দুল আজিজ)
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
পক্ষে-মহপরিচালক
ফোনঃ ৯১৩০৯২৮

স্মারক নং১২.০১.০০০৩.২৯.০৭.০২২.২০১২(১)/ ৬৪৫৬/১(৮০) তারিখঃ ১১/৮/২০১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। পরিচালক, সরেজমিন/ হর্টিকালচার/ প্রশিক্ষণ/ উদ্ভিদ সংরক্ষণ/ ক্রপস/সংগনিরোধ/ পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,..... অঞ্চল (সকল)।
৩। অধ্যক্ষ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়খালী/ খাদিমনগর, সিলেট/ শেরপুর/ শিমুলতলী, গাজীপুর।
৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা/ গাজীপুর/ বগুড়া/ মুন্সীগঞ্জ/ খুলনা/ ফরিদপুর/ ময়মনসিংহ/ গাইবান্ধা/ কুমিল্লা/ চুয়াডাঙ্গা/ নোয়াখালী/ লক্ষ্মীপুর/ পঞ্চগড়/ চট্টগ্রাম/ সিলেট/ কিশোরগঞ্জ/টাঙ্গাইল/সাতক্ষীরা/ ফেনী।
৫। প্রকল্প পরিচালক, আইকিউএইচডিপি, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬। উপ-পরিচালক (লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস) , প্রশাসন ও অর্থ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাক।
৭। উপ-পরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, নুরবাগ, গাজীপুর/ বনানী, বগুড়া/ পাঁচগাছিয়া, ফেনী/ সোহবানবাগ. সাভার, ঢাকা।
৮। উপজেলা কৃষি অফিসার, দাউদকান্দি, কুমিল্লা/ বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী/ সদর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া, গাজীপুর/ জীবননগর ও সদর. চুয়াডাঙ্গা/ সদর, মুন্সীগঞ্জ/ সদর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর/ শিবগঞ্জ, বগুড়া/ সদর, ফরিদপুর/ বাসাইল, টাংগাইল/ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা/ কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ/ গোদাগাড়ী, রাজশাহী/পাচলাইশ, বাশখাঁলী, চট্টগ্রাম/ সোনাগাজী, ফেনী।
৯। উদ্যনতত্ত্ববিদ, হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার/ আসাদগেট, ঢাকা/গুলশান, ঢাকা ।
১০। মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ধোলাইপাড়, যাত্রাবাড়ি/ মোহাম্মদপুর, শংকর, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১১। ওভারশিয়ার, হর্টিকালচার সেন্টার, ধানবাড়ী, টাংগাইল।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ উপ সচিব , আইন অধিশাখা)।
২। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।
৩। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।
৪। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) , ও সাপোর্ট সার্ভিসেস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৫। উপ-পরিচালক (প্রশাসন) , ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা (দৃঃ আঃ ব্যক্তিগত সহকারী)।
৬। কর্মসূচী পরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়ক উন্নয়ন কর্মসূচী, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। টাস্কফোর্স মিটিং শিরোনামে ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০/৮/১৫

(মোঃ আবদুল মুঈদ)
উপ-পরিচালক
(লিগ্যাল ও সাপোর্ট সার্ভিসেস)
প্রশাসন ও অর্থ উইং
পক্ষে- মহাপরিচালক
ফোনঃ ০১৭১৬৯৪০৩১১

১০/৮/১৫